দৈনিক ইনকিলাব

C42

তারিখ 07 FEB 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

রংপুর কলেজের সমস্যা

রংপুর শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত সরকারী রংপুর কলেজটি। বেসরকারী থেকে সরকারী নামফলক গ্রহণ ছাড়া কলেজটির অবস্থার আর কোন পরিবর্তন ঘটেনি। বরং সরকারী হওয়ার পর কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকরা নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রেণী কক্ষ সমস্যা, আবাসিক সমস্যা, শিক্ষক সংকট, শিক্ষকের আবাসিক সমস্যা, লাইব্রেরীর পাঠ্যবই সমস্যা, বিজ্ঞানাগারে যন্ত্রপাতি সংকট, পরিবহন সমস্যাসহ বিভিন্ন সমস্যার আবর্তে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি জর্জরিত।

ষাটের দশকের গোড়ারদিকে নৈশ কলেজ হিসাবে প্রথম যাত্রা শুরু করে এ কলেজটি। নানা সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে বর্তমানে এ অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে এ কলেজটি। একমাত্র সরকারী কারমাইকেল কলেজ ছাড়া ছাত্রদের শিক্ষার জন্য আর কোন সরকারী কলেজ এতদিন ছিল না রংপুর শহরে। শহরবাসীর দীর্ঘদিনের দাবীর প্রেক্ষিতে ১৯৮৪ সালে এ কলেজটিকে প্রথম সরকারীকরণের ঘোষণা দেয়া হয় এবং ১৯৮৫ সালের এপ্রিলে সরকারীকরণ করা হয়।

প্রায় তিন হাজারের অধিক ছাত্র-ছাত্রীর জন্য বর্তমান কলেজ ভবনে স্থানসংকুলান হয় না। এক একটি শ্রেণীতে তিনশ' থেকে চারশ' ছাত্র-ছাত্রীকে একসাথে ক্লাস করতে হয়। ফলে, সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত হচ্ছে।

শিক্ষক সমস্যা ঃ

কলেজে শিক্ষক সমস্যা প্রকট। সবচেয়ে বেশী সমস্যা বাণিজ্য বিভাগে। এ বিভাগে মাত্র তিনজন শিক্ষক। কলেজের পুরনো শিক্ষক ছাড়া আর নতুন কোন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়নি এ কলেজে। সরকারীকরণের পর নামমাত্র অধ্যক্ষ নিয়োগ করা হয়েছিল। বর্তমান কলেজে নতুন অধ্যক্ষ যোগদান করেছেন।

ছাত্রী কমনরুম সমস্যা ঃ

কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৮শ'। কিন্তু কলেজের ৩য় তলায় ছাত্রী কমনরুম হিসাবে বরাদ্দ করা হয়েছে ছোট্ট একটি কক্ষ। তাতে মাত্র ৩০/৪০ জন ছাত্রীর স্থানসংকুলান হয়। বাকী ছাত্রীদের কলেজে যত্রতত্র ঘোরাফেরা করে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হয়।

ছাত্রাবাস সমস্যা ঃ

রংপুর কলেজের অন্যতম প্রধান সমস্যা ছাত্রাবাস সমস্যা। শহরের মধ্যস্থানে দু'টি পরিত্যক্ত সম্পত্তির জীর্ণ দালানে কলেজের দু'শ আসনের ছাত্রাবাস রয়েছে। এর মধ্যে একটি পাঙ্গা হাউস ছাত্রাবাস নামে এবং অপরটি মোসলেহ উদ্দীন ছাত্রাবাস নামে পরিচিত।

শতাব্দীর প্রাচীন এ ছাত্রাবাস দু'টিতে ইতিমধ্যে অসংখ্য ফাটল ধরেছে। বিশেষ করে পাঙ্গা হাউসের অবস্থা ভয়াবহ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর গণপূর্ত বিভাগ রংপুর শহরের প্রায় ২০/২৫টি ভবন পরিত্যক্ত ঘোষণা করে। এর মধ্যে পাঙ্গা হাউস ভবনও রয়েছে। কিন্তু বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় ছাত্ররাই মাথার উপর মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েই এখানে অবস্থান করছে। বর্তমানে ছাত্রাবাস দু'টিতে প্রায় ৫০ জন ছাত্র অবস্থান করছে। ষাট দশকের গোড়ারদিকে এ দু'টি দালান কলেজের ছাত্রাবাস হিসাবে লীজ নেয়া হয়।

কিন্তু কখনও এ দালান দু'টি রক্ষণ ও মেরামত করা হয়নি। কলেজ কর্তৃপক্ষ দালান দু'টি স্থায়ী বন্দোবস্ত নিয়ে নতুন ভবন নির্মাণের আবেদন করেও কোন কাজ হয়নি। ছাত্রদের আশংকা আবাসিক সংকটের শেষ আশ্রয় এই ভবন দু'টি থেকে তাদের নিরাশ্রয় হতে হলে দুর্দশার অন্ত থাকবে না। কেননা কলেজ চত্বরে তেমন কোন জায়গা নেই, যেখানে ছাত্রাবাস নির্মাণ করা যেতে পারে। এ অবস্থায় তারা অনতিবিলম্বে পুরনো ভবন দু'টি ভেঙ্গে নতুন ছাত্রাবাস ভবন নির্মাণের জোর দাবী জানিয়েছে।

লাইব্রেরী সমস্যা ঃ

কলেজের ছোট্ট একটি কক্ষ কলেজ লাইব্রেরী হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কলেজে প্রয়োজনীয় বই পুস্তকের সংখ্যা নিতান্ত কম। ছোট এ কক্ষে অতি কষ্টে বই পুস্তক সাজানো হয়েছে কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের বসার মত কোন স্থান নেই সেখানে। একটু বৃষ্টি হলেই ছাদ চুইয়ে লাইব্রেরীর মেঝে পানিতে ভরে যায়। ৩ সহস্রাধীক ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ছোট্ট এ লাইব্রেরীতে পিয়নসহ দু'জন কর্মচারী নিয়োজিত আছেন।

বিজ্ঞানাগার সমস্যা ঃ

কলেজের বিজ্ঞান বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক শ্রেণীতে প্রায় ১ হাজার ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। কিন্তু স্বল্প পরিসরে তিনটি বিজ্ঞানাগার থাকায় স্থান সংকটের কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের অশেষ দুর্ভোগ পোহাতে হয়। এছাড়াও অপ্রতুল বিজ্ঞানাগার যন্ত্রপাতি রাসায়নিক সামগ্রীর স্বল্পতা ও বিজ্ঞানাগার প্রদর্শকদের অসন্তোষ ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহারিক শিক্ষা ব্যাহত করছে।

অন্যান্য সমস্যা ঃ

শ্রেণী কক্ষ সমস্যা, কমনরুম, কলেজ মিলনায়তন সমস্যা, শিক্ষক কর্মচারীদের আবাসিক সমস্যা সবকিছু মিলে বর্তমানে কলেজে শিক্ষার পরিবেশ নেই বললেই চলে।

—মোঃ সিদ্দিকুর রহমান